

বিদয়াতুল আবিদ ওয়া কিফায়াত আল জাহিদ

ইমাম আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল বালি

সালাত [প্রথম অংশ]

সূচিপত্র

সালাত

আযান এবং ইকামাহ

পূর্বশর্ত, রুওন, ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ

সাল্হ সিজদাহ

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

জামা'আতে সালাত

ইমামাহ

জামা'আতে সালাত থেকে ওজরপ্রাপ্ত

সালাত

প্রত্যেক শারহিভাবে সক্ষম¹ মুসলিমের জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয; মাসিক এবং প্রসবোত্তর রক্তপাত চলমান- এমন নারী ব্যতীত। যে ব্যক্তি, অস্বীকারবশত, সালাত তরক করে সে ইসলামের বাইরে চলে গিয়েছে [ইরতিদা] এবং তার ক্ষেত্রে মুরতাদের আইন² প্রযোজ্য হবে।

¹ বয়ঃসন্ধিকাল আসলে, যে বয়সে ইসলামের দৃষ্টিতে খারাপ কাজের জন্যে গুনাহ হওয়া শুরু হয়।

² আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে, যেমন- বিচারক তাকে তওবা করতে বলা, সময় দেওয়া ইত্যাদি।

আযান এবং ইকামাত

আযান এবং ইকামাত উভয়েই স্বাধীন পুরুষদের^৩ জন্যে ফরযে কিফায়াহ; একা [সালাত আদায়ের] ক্ষেত্রে এবং সফরের সময় এগুলো মুস্তাহাব। এগুলো গ্রহণযোগ্য নয় যদি না করা হয়-

[১] ধারাবাহিকতা এবং অবিরতভাবে- প্রথা অনুসারে^৪

[২] কোন মানসিক ভারসাম্যপূর্ণ, বিবেচনা-সক্ষম^৫, কথা বলতে সক্ষম এবং ন্যায়পরায়ণ^৬ পুরুষের নিয়ত দ্বারা- যদি কেবলমাত্র তা [ন্যায়পরায়ণতা] বাহ্যিকভাবেও হয়

[৩] এবং সালাতের সময় শুরু হবার পর [ইকামাত এবং আযান] আহ্বান করা হয়, [তবে] ফজরের সালাত ব্যতীত- যেক্ষেত্রে মধ্যরাতের^৭ পরই গ্রহণযোগ্য।

আযানে তারজি^৮ বাদে ১৫টি শব্দগুচ্ছ^৯ রয়েছে। ইকামাতের দুইবার করা ব্যতীত^{১০} ১১ টি শব্দগুচ্ছ রয়েছে। আযানে তারজি করা এবং ইকামাতে দুইবার করা জায়েজ।

আযান দেওয়ার পর মসজিদে থেকে বের হওয়া নাজায়েজ, যদি না কোন [গ্রহণযোগ্য] ওজর কিংবা [জামা'আতে] ফিরে আসার নিয়ত থাকে। সদ্যজন্মলাভ করা বাচ্চার ডানকানে আযান দেওয়া এবং বামকানে ইকামাত দেওয়া মুস্তাহাব।

^৩ অর্থাৎ নারী বা দাসদাসীগণের জন্যে প্রযোজ্য নয়।

^৪ মাঝে বেশিক্ষণ বিরতি দেওয়া যাবে না। এই বেশিক্ষণ নির্ধারিত হবে যেটা সেখানকার প্রচলন হিসেবে 'বেশিক্ষণ' হিসেবে গণ্য।

^৫ যেমন, যে বয়সে মানুষ বুঝতে পারে আযান জিনিসটা কি ইত্যাদি।

^৬ অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে কবির গুনাহ করে না, ছোট গুনাহও ক্রমাগতভাবে করতে থাকে না কিংবা এমন কাজ যেটি হয়ত হারাম না, কিন্তু প্রচলন হিসেবে লজ্জাজনক বা মর্যাদাহানিকর- এমন কিছু করে না।

^৭ মাগরিবের থেকে শুরু করে ফজরের আগ পর্যন্ত সময় রাত হিসেবে গণ্য, আর এর মধ্যবর্তী সময় মধ্যরাত হিসেবে গণ্য।

^৮ প্রথমে আন্তে আন্তে পাঠ করে পরে জোরে আবারও পাঠ করা।

^৯ অর্থাৎ- “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

^{১০} অর্থাৎ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ, , হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ একবার করে বলা।

সালাতের পূর্বশর্ত, রুকন, ফরয

এবং সুন্নাহসমূহ

সালাত গ্রহণযোগ্য হবার ছয়টি পূর্বশর্ত বিদ্যমান-

১। হাদাস¹¹ থেকে পবিত্রতা লাভ করা।

২। সালাতের সময় হওয়া।

৩। অপবিত্রতা বা নাজাসাহ থেকে দূরে থাকা।¹²

৪। কিবলাহ এর দিকে মুখ করা।

৫। সতর ঢাকা।

৬। নিয়ত করা- এর স্বরূপ হচ্ছে কোনকিছু করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

নিয়ত কখনো ত্যাগ করা যাবে না।¹³

নিয়তের পূর্বশর্ত হচ্ছে- ক) ইসলাম খ) মানসিক সুস্থতা গ) বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা।

নিয়ত করার সময় হচ্ছে ‘সালাতের শুরুতে’ অথবা তার সামান্য আগে।

সালাতের রুকন¹⁴ ১৪ টিঃ

১। ফরয সালাতে দাঁড়ানো¹⁵।

¹¹ অপবিত্র অবস্থা, যেমন সহবাসের পর

¹² যেমন, পরিহিত কাপড় এবং সালাতের স্থানের ক্ষেত্রে

¹³ অর্থাৎ সালাতের মধ্যে হঠাৎ কেউ যদি দৃঢ়-সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় যে সে সালাত ভেঙ্গে ফেলেছে- এরূপ হলে সালাত ভেঙ্গে যাবে

¹⁴ রুকন হচ্ছে যেগুলো গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলে সালাত বাতিল হয়ে যায়। অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ দিলে, সম্ভব হলে ফিরে গিয়ে ওটা সম্পাদন করার চেষ্টা করতে হবে, আর নাহলে পুরো রাকাতই পুনরায় আদায় করতে হবে।

¹⁵ সক্ষম হলে, এবং ফরজ কিফায়াহ সালাতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেমন- জানাজার সালাত।

২। তাকবিরাত আল ইহরাম [আল্লাহ্ আকবার] পাঠ করা।¹⁶

৩। সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা।¹⁷

৪। রুকু করা।

৫। রুকু থেকে উঠা।

৬। সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭। সিজদাহ করা।

৮। সিজদাহ থেকে উঠা।

৯। সালাতে কাজগুলোর মধ্যে ধিরস্থিরতা, অর্থাৎ সামান্য হলেও থামা¹⁸।

১০। শেষ রাকাতের তাশাহুদ। এর যেটুকু যথেষ্ট- ‘আত্তাহিয়্যা তু লিল্লাহি। সালামুন আলাইকা আইয়ুহাননাবিইউ ওয়া রহমাতুল্লাহি। সালামুন আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস-সালিহিন। আশহাদু আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রসুউলুল্লাহি।’

১১। রাসুল (স) এর উপর সালাম পাঠ- এর রুকন হচ্ছে ‘আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ’ অংশটুকু।

১২। তাশাহুদ এর জন্যে বসা।

১৩। দুই সালাম।¹⁹

১৪। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

¹⁶ হাত উত্তোলন করা রুকনের অন্তর্ভুক্ত নয়, শুধু তাকবির পাঠ করাই। আর অন্তত এতটুকু শব্দ করে পড়তে হবে যাতে নিজে শোনা যায়।

¹⁷ জামাআতের সালাতে ইমাম পাঠ করলে মুক্তাদির পক্ষ থেকে হয়ে যায়, তবে মুক্তাদির উচিত যদি সে ইমামের তিলাওয়াতের মাঝে বিরতিতে পাঠ করে নেওয়া। যেমন, ইমাম যদি সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত ‘আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন’ বলে একটু বিরতি নেন, তাহলে মুক্তাদি সে সময়ে পরে নেবে। যদি ইমাম এরকম বিরতি না নেন, তাহলে পুরো সূরা শেষ করে কিছু সময় বিরতি নেন পরের সূরা শুরু করার আগে, মুক্তাদি সে-সময়ে পাঠ করে নেবে।

¹⁸ প্রতিটি কাজভিত্তিক রুকন এর ক্ষেত্রে-যেমন, রুকু করা, সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সিজদাহ করা, সোজা হয়ে বসা ইত্যাদি

¹⁹ ‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি’ বলা দুইবার, প্রথমে ডানে মুখ ফিরিয়ে বলা এবং পরে বামে মুখ ফিরিয়ে বলা মুস্তাহাব।

সালাতের ৮টি ফরয²⁰ বিদ্যমানঃ

১। [ইহরাম বা সালাত শুরুর তাকবির বাদে অন্যান্য] তাকবির।

২। তাসমি [সামি আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ]²¹

৩। তাহমিদ [রব্বানা (ওয়া) লাকাল হামদ]²²

৫-৬। রুকু এবং সিজদাহতে তাসবিহাহ [সুবহানা রব্বিয়াল আজিম রুকুতে, সুবহানা রব্বিয়াল আলা সিজদাহতে, একবার পাঠ করা]

৫। দুই সিজদাহ এর মাঝে [বসে] 'রব্বিগফিরলি' পাঠ করা।²³

৭। প্রথম তাশাহহুদ

৮। প্রথম তাশাহহুদ এর জন্যে বসা।

সালাতের সুন্নাহগুলো- মৌখিক [অর্থাৎ যেগুলো পাঠ করা হয়] এবং কাজভিত্তিক [যেগুলো কাজের মাধ্যমে করা হয়, যেমন, সালাতে নাভির নিচে হাত বাঁধা] উভয়ের ক্ষেত্রেই- তা পুরোপুরি ছেড়ে দিলেও সালাত বাতিল হবে না।

সালাতে ১১টি বাক্য সুন্নাহ-

১। শুরুতে দুয়া। [প্রথম তাকবিরের পর]

২। আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া [আউজুবিল্লাহ]।

৩। বিসমিল্লাহ বলা।²⁴

৪। [সূরা ফাতিহা শেষে] আমীন বলা।²⁵

²⁰ সালাতে যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে সালাত ভেঙ্গে যায়।

²¹ ইমাম এবং যারা নিজে সালাত আদায় করে তাদের জন্যে ফরজ, মুক্তাদির জন্যে নয়।

²² ইমাম, মুক্তাদি এবং যারা নিজে পড়ছে সবার জন্যেই ফরয।

²³ ইমাম, মুক্তাদি এবং যারা নিজে পড়ছে সবার জন্যেই প্রযোজ্য।

²⁴ মাজহাব অনুসারে বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহর অংশ নয়।

²⁵ সূরা ফাতিহার পর সামান্য বিরতি নেওয়া উচিত এবং আমীন বলা ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের জন্যেই প্রযোজ্য।

৫। [সুরাহ ফাতিহা বাদে অন্য] কোন সুরাহ পাঠ করা।²⁶

৬। ইমামের সশব্দে তিলাওয়াত করা।²⁷

৭। তাহমিদে পর 'মিল আস-সামা'ই, ওয়া মিল আল আরদি, ওয়া মিল আ মাশি'তু মিন শাইইন বা'দ' পাঠ করা²⁸।

৮। এক তাসবিহের অতিরিক্ত তাসবিহ পাঠ করা।²⁹

৯। ক্ষমা চাওয়া।

১০। শেষ তাশাহুদ-এ [অতিরিক্ত] দুয়া পাঠ করা।

১১। বিতর সালাতে 'কুনুত' পাঠ করা।

সালাতে ৪৫ টি মুস্তাহাব কাজ এবং শিষ্টাচার রয়েছে। সালাত আদায়কারীর জন্যে (ডানে-বামে) ঘুরা (এবং তাকানো)³⁰, চোখ বন্ধ করা কিংবা নুড়ি (পাথর) স্পর্শ করা মাকরুহ।

²⁶ ফজর, ঈদ এবং সুন্নাহ সালাতে এবং মাগরিব ও এশাসহ চার রাকাআত সালাতের প্রথম দুই রাকাতে।

²⁷ দুই রাকাত ফরয সালাতে এবং চার/তিন রাকাত ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাতে, এছাড়া সুন্নাহ সালাত-এর মধ্যে যেগুলো জামাআতে আদায় করা হয়, যেমনঃ তারাবিহ এর সালাত ইত্যাদি।

²⁸ ইমাম এবং যারা নিজে সালাত আদায় করছে তাদের জন্যে, অনুসারির জন্যে নয়।

²⁹ তিনবার পড়লে সুন্নাহ পূর্ণ হয়।

³⁰ যদি না সেটার কোন প্রয়োজন থাকে, যেমন চোখের সামনে এমন কিছু থাকা যেটা মনোযোগ কেড়ে নেয়। এক্ষেত্রে আর সেটা মাকরুহ হবে না।

সাহ্ সিজদাহ

সাহ্ সিজদাহ মুস্তাহাব যদি কোন নির্দেশিত বাক্য³¹ ভুলে যাওয়া-বশত [অনিচ্ছাকৃতভাবে] ভুল জায়গায় পড়ে ফেলা হয়, কোন মুস্তাহাব কাজ বাদ [ভুলে] গেলে মুবাহ এবং ফরয যদি অতিরিক্ত রুকু, সিজদাহ, কিয়াম [দাঁড়ানো] অথবা বসা যোগ করা হয়।

সালাত বাতিল হয়ে যাবে যদি কেউ ইচ্ছাবশত ফরয সাহ্ সিজদাহ বাদ দেয়; যেটার সময় হচ্ছে সালামের পূর্বে³²। কেউ যদি তাশাহুদ বাদ দিয়ে অথবা ভুলে গিয়ে উঠে পড়ে, তার জন্যে ফিরে যাওয়া³³ এবং তাশাহুদ পড়া ফরয। যদি সে পুরোপুরি উঠে দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার জন্যে ফিরে যাওয়া মাকরুহ, আর যদি সে তিলাওয়াত শুরু করে ফেলে, তাহলে তার জন্যে ফিরে যাওয়া হারাম। যদি তারা তিলাওয়াত শুরুর পর ফিরে যায়, তাহলে তাদের সালাত বাতিল হয়ে যাবে-তবে ভুলবশত কিংবা না-জানাবশত করা বাদে।

কেউ যদি হাদাসে আসে³⁴, কথা বলে [এমনকি ভুলবশত করলেও], শব্দ করে হাসে, অথবা প্রয়োজন ছাড়া গলা পরিস্কার করে [দুই বা ততোধিক শব্দ তৈরি করে], তাহলে সালাত বাতিল; কিন্তু যদি তারা ঘুমায় [মুহূর্তের জন্যে] এবং [তারপর] কথা বলে, সশব্দ ভয়ে কাঁদে [শব্দ উৎপত্তি হলেও], অথবা কাশি, হাঁচি বা হাই তোলা দ্বারা পরাস্ত হয়³⁵।

³¹ অর্থাৎ সালাতের মধ্যে যেগুলো পাঠ করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যেমন, সুবহানা রব্বিয়াল আযিম। যদি কেউ ভুল জায়গায় পরে ফেলে, অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, রুকুর বদলে সিজদাহতে গিয়ে পড়া।

³² এখানে একটি বিশেষ অবস্থা আছে, যেক্ষেত্রে সালামের পর সাহ্ সিজদাহ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কেউ যদি ভুলে তিন রাকাআতের পর সালাম ফিরিয়ে ফেলে, এরূপ অবস্থায় সে উঠে দাঁড়িয়ে চার রাকাআত শেষ করবে, তারপর সাহ্ সিজদাহ দিয়ে সালাম ফেরাবে।

³³ কেউ যদি মানসিকভাবে উঠার প্রস্তুতি নেয়, তবে উরু যমিন ছেড়ে যাবার আগেই নিজেকে থামিয়ে ফেলে, তাহলে এক্ষেত্রে আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। যদি সে জমিন ছেড়ে কিছুটা উঠে পড়ে, তার জন্যে ফিরে যাওয়া ফরয।

³⁴ অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে অযু ভেঙ্গে যায়।

³⁵ যেটা প্রাকৃতিকভাবে হয়, যেটা আটকানো যায় না।

যে সালাতের কোন রুকন অথবা রাকাআত সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে, সে নিশ্চয়তার ভিত্তিতে, অর্থাৎ সর্বনিম্ন সংখ্যার ভিত্তিতে কাজ করবে³⁶। [অতঃপর] সালাত শেষ হয়ে যাবার পর সন্দেহের কোন প্রভাব নেই³⁷।

³⁶ যেমন, কারও যদি সন্দেহ হয় সে তিন রাকাআত নাকি চার রাকাআত পড়েছে- এমন হলে সে তিন রাকাআত ধরে নিয়ে এগোবে এবং শেষে সাহ্ সিজদাহ দেবে।

³⁷ সালাত শেষ হবার পর যদি কারও সন্দেহ হয় [যেটা নিশ্চয়তা না], তাহলে সন্দেহে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন নেই এবং ইনশা আল্লাহ্ সালাত হয়ে যাবে।

সুন্নাহ সালাতসমূহ

জিহাদ এবং জ্ঞান অর্জনের পর সবচেয়ে উত্তম শারীরিক মুস্তাহাব কাজ হচ্ছে সুন্নাহ/নফল সালাতসমূহ³⁸ [আদায় করা]। তন্মধ্যে সবচেয়ে জোরপ্রদানকৃত হচ্ছে সূর্যগ্রহণের সালাত, এরপর ক্রমানুসারে বৃষ্টির সালাত, তারাবিহ এবং তারপর বিতরের সালাত- যে সালাতের সর্বনিম্ন হচ্ছে এক রাকাতাত এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে ১১ রাকাতাত। সবচেয়ে কম পরিপূর্ণ হচ্ছে দুই সালামসহ তিন রাকাতাত, তবে একটানা করলে এক সালামে জায়েজ³⁹।

বিতরের সময়সীমা হচ্ছে ইশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়⁴⁰। [তৃতীয় রাকাতাতে] রুকুর পর কুনুত পাঠ করা মুস্তাহাব, জোরে বলাঃ “হে আল্লাহ্, আমরা আপনার সাহায্য চাই, আপনার হিদায়াত চাই, আপনার ক্ষমা চাই, এবং তোমার কাছে অনুতপ্ত হই, আমরা আপনাকে বিশ্বাস রাখি, আপনার উপর বিশ্বাস করি, এবং তোমার আন্তরিকভাবে আপনার প্রশংসা করি। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আপনাকে অস্বীকার করি না। হে আল্লাহ্, আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদাত করি, এবং আপনার নিকটই আমরা প্রার্থনা করি, রুকু সিজদাহ করি। আমরা আপনার ইবাদাতের জন্যেই ত্বরান্বিত হই এবং দাসত্ব করি। তোমার ক্ষমার জন্যে আমাদের আশা, এবং আমরা তোমার শান্তিকে ভয় কতি। সত্যি সত্যি

“হে আল্লাহ্, আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দাও তাদের দ্বারা যাদের তুমি দিকনির্দেশনা দিয়েছ

এরপর রাসুল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত পেশ করা হয়। মুক্তাদিগণ বলেন, “আমীন”। একা ব্যক্তি সর্বনামকে একবচন করে নিবে। এরপর মুখ উভয় হাত দ্বারা মোছা হয়- সালাতের ভেতরে এবং বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই।

³⁸ এর মধ্যে যেগুলো জামাতাতে আদায় করা হয়ে, সেগুলো বেশি জোরপ্রদানকৃত।

³⁹ এক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাকাতাতে তাশাহুদ না পড়ে উঠে গিয়ে তৃতীয় রাকাতাত পড়া উচিত, যাতে মাগরিবের সাথে বিতরের পুরো সাদৃশ্য না হয়।

⁴⁰ কেউ যদি মুসাফির অবস্থায় মাগরিবের সময় সালাত জমা করে এশার সালাত আদায় করে ফেলে, তাহলে তার জন্যে বিতরের ওয়াক্ত তখনই শুরু হয়ে যাবে, এশার আসল সময়ের জন্যে অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।

প্রতিনিয়ত [সুন্নাতে রাতেবা] ১০ রাকাআত⁴¹ ⁴² সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত রয়েছে- জোহরের পূর্বে দুই রাকাআত, জোহরের পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই রাকাআত, ইশার পর দুই রাকাআত, এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকাআত। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জোরপ্রদানকৃত হচ্ছে ফজরের পূর্বে দুই রাকাআত, তারপরে মাগরিবের দুই এবং এরপর বাকিগুলো।

তারাবিহের সালাত ২০ রাকাআত যা রমাদান মাসে জামা'আতে আদায় করা হয়। প্রত্যেক দুই রাকাআতের জন্যে সালাম ফিরানো হয়, প্রত্যেক জোড়ার পূর্বে আলাদাভাবে নিয়ত করতে হয়। এর সময়সীমা হচ্ছে মসজিদে ইশার প্রতিনিয়ত [রাতেবা] দুই রাকাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সালাত এবং মসজিদে বিতরের মধ্যবর্তী সময়। রাতের প্রথমাংশে পড়া উত্তম। এরপর বিতর সালাত জামাআতে আদায় করা হয়⁴³।

⁴¹ বুখারিতে বার রাকাআতের ব্যাপারে হাদিস এসেছে এবং অনেক আলিমের ফতওয়া সেটা অনুসারে। দশ রাকাআতের ব্যাপারে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, তিরমিযিতেও বর্ণনা এসেছে এবং মাযহাবের রায় এ-অনুসারে।

⁴² ইমাম বালি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ক্রমাগতভাবে এই সুন্নাতে রাতেবা সালাতগুলো পরিত্যাগ করে, সে হারিয়ে গেছে অথবা বলা যেতে পারে সে তাঁর সম্মান এবং মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে।

⁴³ কেউ কেউ বিতর সালাত পড়ে আদায় করবেন ভেবে তারাবিহ পড়েই চলে যান। কিন্তু হাদিসে ইমামের সাথে সালাত শেষ করার ফযিলতের কথা বলা হয়েছে। তাই কেউ যদি তারাবিহর পর রাতে আরও নফল সালাত আদায় করতে চান, কিছু আলিমের ফতওয়া অনুসারে তারা ইমামের পেছনে বিতর পড়ে শেষ রাকাআতে সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে আরেক রাকাআত পড়ে সালাতকে জোড়সংখ্যক করে নিতে পারে এবং পড়ে বিতর আদায় করতে পারে।

সালাতুল লাইল [রাতের নফল সালাত] হচ্ছে সবচেয়ে ফযিলতপূর্ণ। রাতের শেষ-অর্ধাংশ⁴⁴ প্রথমাংশের অপেক্ষা উত্তম। কিয়ামুল লাইল আদায় করা মুস্তাহাব এবং এর শুরু হয় দুই রাকাআত সংক্ষিপ্ত রাকাআত দ্বারা⁴⁵; এর নিয়ত ঘুমানোর আগে করা হয়⁴⁶। অধিকসংখ্যক রুকু এবং সিজদাহ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার অপেক্ষা উত্তম।

সালাত আল-দুহা একদিন পর-পর [আদায় করা] মুস্তাহাব⁴⁷। এই সালাত কমপক্ষে দুই রাকাআত এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে ৮ রাকাআত। এর সময়সীমা হচ্ছে [ফজরের পর] নিষিদ্ধ সময়ের শেষ হতে জাওয়ালের আগ পর্যন্ত। তাহিয়্যাতুল মসজিদ⁴⁸, সুন্নাতুল উদু⁴⁹ এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে আদায়কৃত [নফল/সুন্নাহ] সালাত[ও] কিয়ামুল লাইলের অন্তর্ভুক্ত এবং মুস্তাহাব।

সালাত আল-ইস্তিখারা⁵⁰ আদায় করা মুস্তাহাব, এমনকি ভাল কিছু জেনে⁵¹, যেটা এর পরপরই আদায় করা হয়⁵²। সালাত আল-হাজাহ⁵³, আল্লাহ্ আজ্জা-ওয়া-জালাল অথবা মানুষের হতে/সাথে কোন প্রয়োজনের জন্যে আদায় করা মুস্তাহাব, তেমনি [আরও] মুস্তাহাব সালাত আল-তাওবাহ⁵⁴।

⁴⁴ প্রথম এবং শেষ অর্ধাংশ নির্ণয়ের জন্যে মাগরিবের শুরু এবং ফজরের শুরুর মধ্যবর্তী সময়কে দুই দ্বারা ভাগ করে বের করা যেতে পারে।

⁴⁵ এটা কিছুটা ওয়ার্ম-আপের মত, সংক্ষিপ্ত সালাত দিয়ে শুরু করা।

⁴⁶ কেননা এভাবে ঘুমানোর আগে নিয়ত করলে ঘুমের মধ্যেও সওয়াব পেতে থাকবে।

⁴⁷ কিছু সাহাবী [রা] থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসুল [সা] সালাত আল-দুহা আদায় করতেন, আবার কারও থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তাকে এই সালাত আদায় করতে দেখা যায়নি। এর উপসংহার হচ্ছে যে তিনি প্রত্যেকটি দিন এই সালাত আদায় করতেন না। কিছু ইমাম, যেমন, তাকিউদ্দিন বলেছেন যে, যাদের কিয়ামুল লাইল পড়ার অথবা প্রতিনিয়ত পড়ার অভ্যাস নেই, তাদের এই সালাত প্রতিনিয়ত পড়া মুস্তাহাব।

⁴⁸ মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগেই যে দুই রাকাআত সুন্নাহ সালাত আদায় করা হয়।

⁴⁹ উদুর পর আদায়কৃত দুই রাকাআত সুন্নাহ/নফল সালাত।

⁵⁰ এটি হচ্ছে কোন-কিছুর ব্যাপারে দুটো সিদ্ধান্ত থেকে একটিতে আসার ব্যাপারে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে বিশেষ সালাত।

⁵¹ ইনশা আল্লাহ্, এর মানে হচ্ছে, যখন দুটো ভালর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, যেমন কেউ ইলম অর্জনের জন্যে মক্কা এবং মদিনা, উভয়স্থানে যাবার সুযোগ পেয়েছে—এমতাবস্থায় সে সালাত আল ইস্তিখারা আদায় করতে পারে।

⁵² সালাত আল-ইস্তিখারা আদায়ের পর বিশেষ একটু দু'আ করতে হয়। এরপর পরামর্শ, ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে এবং যখন কোন একটির পেছনে মাসলাহা [স্বার্থ] প্রকাশ পায়, সাথে সাথে সেটির দিকে ধাবিত হওয়া উচিত।

⁵³ এই সালাতের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর ব্যাপারে বিতর্ক আছে। কিছু বর্ণনা জাল এবং কিছু বর্ণনা দুর্বল, কিছু আলিম গ্রহণ করেছেন এবং কেউ কেউ করেননি।

⁵⁴ অর্থাৎ গুনাহের পর তাওবাহ করে যে দুই রাকাআত সুন্নাহ/নফল সালাত আদায় করা হয়।

সিজদাহ আত-তীলাওয়াহ, [কোন সিজদাহ এর আয়াত তীলাওয়াত বা মনযোগ সহকারে⁵⁵ শ্রবণের]
অল্প সময়ের মধ্যে আদায় করা তীলাওয়াতকারী এবং শ্রবণকারী উভয়ের জন্যে মুস্তাহাব।
কৃতজ্ঞতার সিজদাহ দেওয়া মুস্তাহাব, যখন কোন নতুন আশীর্বাদ পাওয়া হয় অথবা ক্ষতি দূরে
সরে যায়।

⁵⁵ মনোযোগ সহকারে না শুনলে তাঁর ক্ষেত্রে এই মাস'আলা বর্তাবে না।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

সালাতের পাঁচটি নিষিদ্ধ সময় রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে-

- ১। দ্বিতীয় ফজরের⁵⁶ শুরু হতে সূর্য ওঠা শুরু⁵⁷।
- ২। সালাতুল-আসর⁵⁸ হতে সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু⁵⁹।
- ৩। সূর্য ওঠা শুরু থেকে এটি [দিগন্ত হতে] একটি বর্ষার দৈর্ঘ্যের সমান উঠলে⁶⁰।
- ৪। সূর্যের সর্বোচ্চ স্থানে [সোজা মাথার উপর] থাকা হতে নামতে শুরু করা⁶¹ পর্যন্ত।
- ৫। এবং অস্ত যাওয়া শুরু হতে শেষ হওয়া পর্যন্ত^{62 63}।

এইসকল সময়ে, কোন নফল সালাত শুরু করা পুরোপুরিভাবে হারাম⁶⁴, তবে এগুলো ব্যতীত-

- কোন ফরয সালাতের কাযা আদায় করা,
- তাওয়াফের জন্যে দুই রাকাত আদায় করা,

⁵⁶ অর্থাৎ ফজরের আযানের সময় থেকে।

⁵⁷ অর্থাৎ সূর্যের বৃত্তের কোন অংশ যখন দিগন্তে দেখা দেয় পর্যন্ত।

⁵⁸ অর্থাৎ এক্ষেত্রে আগেরবারের মত নিষিদ্ধ সময় আসরের আযান থেকে শুরু হবে না, বরং তা শুরু হবে আসরের সালাত শেষ হবার পর থেকে। কেউ যদি এমনকি মুসাফির অবস্থায় জোহরের সাথে আসরের সালাত জমা করে, তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ সময় এরপর থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

⁵⁹ অর্থাৎ সূর্যের কোন অংশ যখন দিগন্তের নিচে যাওয়া শুরু করে।

⁶⁰ অর্থাৎ যখন থেকে সালাত আদ-দুহার সময় শুরু হয়।

⁶¹ অর্থাৎ সূর্য যখন মাথার উপরে উঠে যায় এবং ছায়া তৈরি হয় না- এটি নিষিদ্ধ সময়। এই অবস্থান হতে সূর্য নামতে শুরু করলে নিষিদ্ধ সময় শেষ হয়ে যায়-দশ-পনের মিনিট মত সর্বোচ্চ হতে পারে।

⁶² মাগরিবের আযানের সময়।

⁶³ অর্থাৎ নিষিদ্ধ সময়গুলোকে সহজে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ ক] দ্বিতীয় ফজর হতে সালাত আদ-দুহার সময় শুরু হওয়া পর্যন্ত। খ] সূর্য সর্বোচ্চ স্থানে মাথার উপরে থাকাকালীন অবস্থায়। গ] আসরের সালাতের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত।

⁶⁴ তবে কেউ যদি নিষিদ্ধ সময় শুরু হবার আগে শুরু করে এবং শেষ হওয়ার আগে এই সময় শুরু হয়ে যায়, তাঁর জন্যে এটি শেষ করা বৈধ, এমনকি তাতে অনেক সময় লাগলেও।

- ফজরের সুন্নাত সালাত [সময়ে আদায় করা⁶⁵],
- অথবা ফজর কিংবা আসরের পর কোন জানাযার সালাত আদায় করা⁶⁶।

⁶⁵ অর্থাৎ ফজরের ফরয সালাতের আগে আদায় করা। কারও যদি এই সালাত ছুটে যায়, তাহলে সে সালাত আদ-দুহার সময় শুরু হবার পর কাযা আদায় করে নিবে।

⁶⁶ এছাড়া আরও বেশ কিছু বিশেষ অবস্থা আছে, যেমন- কেউ যদি কোন ওয়াক্তের ফরয সালাত আদায়ে করে ফেলার পর মসজিদে অবস্থানকালে ঐ একই ওয়াক্তের জামাআত শুরু হয়, তাহলে সে সেই জামাআতে অংশগ্রহণ করবে, সেটা সালাতের নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যে পড়লেও।

জামাআতে সালাত

[দৈনিক] পাঁচ ওয়াক্ত [ফরয] সালাতের জন্যে জামা'আতে আদায় করা সক্ষম এবং স্বাধীন পুরুষের জন্যে ফরয⁶⁷, এমনকি সফরের সময়েও। এটি [সালাতের গ্রহণযোগ্যতার] পূর্বশর্ত নয়, ফলে [ওজর ব্যতীত] একাকী আদায় করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে⁶⁸, আর [গ্রহণযোগ্য] ওজর থাকলে সওয়াব হ্রাস পাবে না।

জামা'আতে সালাত আদায় করা হয় [সর্বনিম্ন] দুইজনের মাধ্যমে⁶⁹, শুক্রবারের [জুমুআর] এবং ঈদের সালাত ব্যতীত।

যে মসজিদে নিযুক্ত ইমাম রয়েছে, সেখানে সালাতে [অন্য কারো] ইমামতি করা জায়েজ নয়⁷⁰। সালাত বাতিল হয়ে যাবে যদি না তার [ইমামের] অনুমতি থাকে, তাঁর অবজ্ঞার অনুপস্থিতি⁷¹, অথবা তাঁর দেরি করায় [সালাতের] সময় পার হয়ে যেতে থাকে⁷²।

যে ইমামের প্রথম সালাম ফেরানোর পূর্বে তাকবির⁷³ উচ্চারণ করে, সে ঐ জামা'আতে অংশগ্রহণ করেছে এবং যে রুকু পেয়েছে, সে ঐ রাকাআত পেয়েছে⁷⁴।

ইমামকে যে অবস্থায় [রুকু, সিজদাহ কিংবা যা হোক] পাওয়া যায়, সে অবস্থায় জামা'আতে অংশগ্রহণ করা মুস্তাহাব। তাঁর সাথে সালাতের যতটুকু পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে সালাতের শেষাংশ,

⁶⁷ মাযহাব অনুসারে ফরয সালাতের কাযা আদায় করা ফরয, সেটা সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও।

⁶⁸ তবে সাথে সাথে গুনাহও হবে জামাআত তরক করার জন্যে

⁶⁹ অর্থাৎ ইমামের সাথে আরও একজন, সেটা কোন নারী কিংবা দাস-দাসী হলেও- তবে ফরয সালাতে শিশু হওয়া যাবে না। তবে সবাই-ই অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে ইমামতি গ্রহণযোগ্য।

⁷⁰ মসজিদে মূল জামাআতের আগে এরূপ করা নাজায়েজ। এমতাবস্থায় আদায়কৃত সালাত-ও বাতিল হয়ে যাবে, পুনরায় আদায় করতে হবে। মূল জামাআতের পর এরূপ করা যেতে পারে, যদি না সেটা মুসলিমদের মধ্যে অনৈক্য বা ভাগ সৃষ্টির জন্যে করা হয়।

⁷¹ অর্থাৎ কেউ যদি জানে যে তিনি এরূপ অপছন্দ করেন না।

⁷² অর্থাৎ ইমাম সময়মত না আসলে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ সময় পার হয়ে যাবার আশঙ্কা না আসে।

⁷³ অর্থাৎ ইমাম সালাম ফেরানোর পূর্বে হাত তুলতে বা ঠিকমত বাঁধতে না পারলেও, অথবা তাকবিরের পর বসতে না পারলেও সে জামাআতে শরীক হবে, যদি সে তাকবির উচ্চারণ করতে পারে।

⁷⁴ রুকু পাওয়া অর্থ হচ্ছে- ইমাম রুকুর “নূনতম” অবস্থানে থাকাকালীন অবস্থায় মুক্তাদির নিশ্চিতরূপে সেই রুকুর “নূনতম” অবস্থানে যেতে হবে। নূনতম অবস্থান বলতে বোঝায় অন্ততপক্ষে এতটুকু বেঁকে যাওয়া, যাতে হাত দিয়ে হাঁটু ধরা যায়।

আর এরপর যে বাদ যাওয়া অংশ আদায় করা হয়, সেটা হচ্ছে সালাতের প্রথমংশ⁷⁵। নিম্নের কাজগুলো মুক্তাদির পক্ষ থেকে ইমামের কাঁধে বর্তায়⁷⁶-[সূরা ফাতিহার] তিলাওয়াত⁷⁷, সাহ্ সিজদাহ⁷⁸ এবং তিলাওয়াতের সিজদাহ⁷⁹, সুতরাহ নেওয়া⁸⁰, কুনুতের দুআ⁸¹ এবং প্রথম তাশাহহুদ- যদি এর পূর্বের রাকআত আদায় করে ফেলা হয়^{82 83}।

⁷⁵ অর্থাৎ কেউ যদি ইমামের সাথে চতুর্থ রাকআতে সালাতে এসে অংশগ্রহণ করে, তাহলে এটা মুক্তাদির জন্যেও চতুর্থ রাকআত। সালাম ফেরানোর পর সে উঠে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাকআত নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী আদায় করবে, যেমন প্রথম এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে আরেকটি সূরা মেলানো। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপারটি খাটবে না, যেমনঃ কেউ যদি মাগরিবের সালাতের শেষ রাকআতে এসে জামাআতে শরীক হয়, তাহলে সালাম ফেরানোর পর সে উঠে তাঁর “প্রথম” রাকআত আদায় করবে। এক্ষেত্রে সে সানা, আউযুবিল্লাহ, সূরা ফাতিহা এবং সুন্নাহ মোতাবেক আরেকটি সূরা মেলাবে, যেভাবে প্রথম রাকআতে করা হয়। তবে রুকু-সিজদাহ শেষ করে তাশাহহুদের জন্যে বসবে, যদিও সাধারণ নিয়মে প্রথম রাকআতে রুকু-সিজদাহর পর বসতে হয় না।

⁷⁶ অর্থাৎ ইমাম আদায় করলে তা মুক্তাদির পক্ষ থেকে হয়ে যাবে।

⁷⁷ এক্ষেত্রে ফরয আদায় হয়ে যাবে। তবে এরপরও মুক্তাদির জন্যে এটা সুন্নাহ। জোরে কিরআতের সালাতের ক্ষেত্রে সে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে যখন ইমাম চুপ থাকে, অথবা সূরা ফাতিহার পর বিরতি দিলে ইত্যাদি সময়ে।

⁷⁸ অর্থাৎ মুক্তাদি ভুল করলে তাঁর সেজন্যে সাহ্ সিজদাহ দিতে হবে না। তবে মুক্তাদি দেরিতে সালাতে শরীক হলে সালাম ফেরানোর পর বাকি সালাত আদায় করে সাহ্ সিজদাহ দিবে।

⁷⁹ অর্থাৎ যেসকল আয়াত তিলাওয়াতের পর সিজদাহ দেওয়া সুন্নাহ, সেগুলো তিলাওয়াত করলে মুক্তাদির জন্যে আলাদাভাবে সিজদাহ দেবার প্রয়োজন নেই, সে ইমামকে অনুসরণ করবে।

⁸⁰ অর্থাৎ ইমামের সুতরাহ-ই মুক্তাদিদের জন্যে সুতরাহ।

⁸¹ মুক্তাদিদের জন্যে কুনুতের দুআ পড়তে হবে না, তারা কেবল আমীন বলবে।

⁸² অর্থাৎ যদি কেউ দ্বিতীয় রাকআতে এসে ইমামের সাথে শরীক হয়, তাহলে পরবর্তী রাকআতে তাকে তাশাহহুদের জন্যে বসতে হবে না, সে শুধু ইমামকে অনুসরণ করবে।

⁸³ এছাড়া আরও দুটো ক্ষেত্র রয়েছে- ইমামের “সামি আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ” বলা, এক্ষেত্রে মুক্তাদি কেবল ‘রব্বানা লাকাল হামদ’ বলবে। আরেকটি হচ্ছে রুকুর পর দাঁড়ানো অবস্থায় পঠিত দুআ।

সালাতে কাজগুলো ইমামের পর^{৪৪} শুরু করা মুস্তাহাব, ইমামের সাথে সালাতের কাজগুলো অথবা সালাম ফিরানো মাকরুহ, এবং ইমামের আগে করা হারাম। ইমামের সাথে সাথে^{৪৫} তাকবির-আল-ইহরাম পাঠ করা অথবা ইমামের [তাকবির] শেষ করার আগে তাকবির আল ইহরাম পাঠ করলে সেই [মুজাদির] তাকবির গণ্য হবে না। ইচ্ছাকৃতভাবে- ওজর ব্যতীত- অথবা ভুলে গিয়ে ইমামের আগে সালাম ফিরালে, এবং যদি ইমামের শেষ করার পর আবারও পুনরায় সালাম না ফিরানো হয়, তাহলে সেটা বাতিল।

ইমামের জন্যে সালাতের পূর্ণতা বজায় রেখে তা হালকা করা মুস্তাহাব, প্রথম রাকাতের তিলাওয়াত দ্বিতীয় থেকে দীর্ঘ করা এবং কারও আসার জন্যে অপেক্ষা করা মুস্তাহাব, যতক্ষণ না সেটা মুজাদিদের জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

^{৪৪} ইমামের পর শুরু করার অর্থ হচ্ছে, ইমাম পুরো শেষ করবে, মুজাদি তারপর শুরু করবে। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, ইমাম সিজদাহতে গিয়ে, কপাল এবং বাকি অঙ্গাদি মাটিতে স্পর্শ করবে, এরপর মুজাদি সিজদাহ-র জন্যে অগ্রসর হওয়া “শুরু করবে”।

^{৪৫} অর্থাৎ ইমাম আল্লাহ্ আকবার বলা পুরো শেষ হবে, এরপর শুরু করতে হবে। একসাথে, বা ইমাম অর্ধেক বলার পর শুরু করলেও সেটা গণ্য হবে না, পুনরায় পরে আবার বলতে হবে।

ইমামতি

সালাতে ইমামতি করার জন্যে সবচেয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম তিলাওয়াতকারী^{৪৬} এবং সবচেয়ে জ্ঞানী^{৪৭}। যে তিলাওয়াতকারী সালাতের নিয়মকানুন/ফিকহ জানেনা মুর্থ^{৪৮} ফকিহের^{৪৯} আগে প্রাধান্য পায়, তারপর সবচেয়ে বয়স্ক, তারপর সবচেয়ে উত্তম বংশ^{৫০}, এবং তারপর সবচেয়ে ধার্মিক এবং সবচেয়ে পুজ্ঞানুপুখ^{৫১}; এরপর লটারি করা হয়।

ঘরের বাসিন্দা এবং মসজিদের ইমাম ক্রীতদাস হলেও অধিক যোগ্য, যদি না এমন কেউ হয় যে তার উপর কর্তৃত্বশীল^{৫২}। একজন স্বাধীন মানুষ একজন আংশিক-অধীন মানুষ থেকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত, এবং আংশিক-অধীন মানুষ একজন পুরোপুরি অধীন^{৫৩} মানুষ থেকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত। বাসিন্দা^{৫৪}, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, শহরের মানুষ^{৫৫}, ওয়ুসহ যে কেউ^{৫৬}, ধার প্রদানকারী এবং ভাড়া প্রদানকারী^{৫৭}-সবাই তাদের বিপরীত থেকে প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

^{৪৬} অর্থাৎ উত্তম বলতে যে সবচেয়ে সঠিকভাবে কুর'আন তিলাওয়াত করে, সবচেয়ে সুমধুর কণ্ঠে না।

^{৪৭} সালাতের নিয়মকানুন তথা রুকন, ফরয, সুনান ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞানসম্পন্ন।

^{৪৮} যে তিলাওয়াত করতে পারে না।

^{৪৯} সালাতের নিয়মকানুনের ব্যাপারে বিশারদ।

^{৫০} কুরাইশের কোন লোক অ-কুরাইশি থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।

^{৫১} বাহ্যিকভাবে যা প্রতীয়মান হয়।

^{৫২} যেমন, ইমামে আকবার অথবা শাসক।

^{৫৩} অধীন বলতে দাসত্বের কথা বলা হয়েছে। তবে বর্তমানে দাসপ্রথা চালু নেই।

^{৫৪} অর্থাৎ মুসাফির নয়।

^{৫৫} কেননা আশা করা হয় শহরের মানুষ গ্রামের মানুষ অপেক্ষা বেশি জ্ঞানবান হবে ইত্যাদি। এগুলো সাধারণ নিয়ম, এবং এখানে এক্সেপশন বা বিশেষ অবস্থা থাকতে পারে, যেমন, কোন গ্রামের মানুষ যদি এসব গুণে শহরের মানুষের চেয়ে উত্তম হয়, তাহলে সে প্রাধান্য পেতে পারে।

^{৫৬} অর্থাৎ অয়ুসহ ব্যক্তি তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।

^{৫৭} যেমন, কোন মানুষ যদি কারও বাসায় ভাড়া থাকে, তাহলে বাসার মালিক থাকলে সে প্রাধান্য পাবে।

কোন ফাসিকের^{৯৮} ইমামতি পুরোপুরি বাতিল^{৯৯}, জুমুআ এবং ঈদের সালাত বাদে, যদি না কেউ অন্য কারও পেছনে সালাত আদায় করতে অক্ষম হয়^{১০০}।

^{৯৮} যে খোলাখুলিভাবে কবির গুনাহ এবং ক্রমাগতভাবে সগিরা গুনাহ করতে থাকে। ফিসক দু'ধরণের- ফিসক আল-আমালি, যেমন, চুরি, যিনা ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া; এবং ফিসক আল-ইতিকাদি, যেমন ঈমান-আকিদায় সমস্যা- রাফেযি, খাওয়ারিজ ইত্যাদি- এদের ইমামতি পুরোপুরি বাতিল, তাদের ফিসক গোপন হলেও।

^{৯৯} ইমামতি বাতিল অর্থ হচ্ছে এমন ইমামের পেছনে সালাতও বাতিল, কেউ তা আদায় করলে তাকে পুনরায় এই সালাত আদায় করতে হবে।

^{১০০} অথবা বড়সড় সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেমন- এমন শাসকের পিছে সালাত আদায় করা যা না করলে তাকে শাস্তি পেতে হতে পারে ইত্যাদি।

অন্ধ, বধির, খাতনা করা হয়নি এমন কেউ, হাত, পা অথবা নাক-কাটা পুরুষ¹⁰¹ এবং যে অর্থ পরিবর্তন না করে [তिलाওয়াতে] প্রায়ই ব্যকরণগত ভুল করে¹⁰² - এদের পেছনে সালাত গ্রহণযোগ্য। তবে বোবা¹⁰³ কিংবা কাফিরের পেছনে সালাত গ্রহণযোগ্য নয়¹⁰⁴। যে কোন পূর্বশর্ত বা রুকন পূরণ করতে পারে না¹⁰⁵, একই ধরনের মানুষের [ইমামতি] না হলে¹⁰⁶ এমন কারো ইমামতি বাতিল, তবে কোন মসজিদে নিযুক্ত ইমাম ব্যতীত- যার এই সমস্যা দূর হয়ে/শেষ হয়ে যাবার ন্যায়¹⁰⁷। তাকে বসে সালাত পড়তে হবে এবং তাঁর পেছনের মানুষরাও বসবে; তবে তাদের জন্যে দাঁড়ানো গ্রহণযোগ্য।

নারী বা উভলিঙ্গ¹⁰⁸ কেউ পুরুষ বা উভলিঙ্গদের¹⁰⁹ ইমামতি করতে পারে না, বুদ্ধিসম্পন্ন [তবে বালিগ হয়নি এমন কেউ] প্রাপ্তবয়স্কদের ফরয সালাতে ইমামতি করতে পারে না¹¹⁰।

¹⁰¹ এগুলো উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, এগুলো দ্বারা সিজদাহ করা ওয়াজিব। তবে কারও যদি এরকম কাটা বা ক্ষত থাকে, তাহলে তাঁর জন্যে ইমামতি করা মাকরুহ, তবে ইমামাহ গ্রহণযোগ্য হবে, তবে তাদেরকে সালাতের রুকনগুলো পূরণ করতে সক্ষম হতে হবে; উদাহরণস্বরূপঃ তাদের একটি পা এমনভাবে কাটা বা ক্ষত হওয়া যাতে তাঁরা এরপরো দাঁড়াতে পারে, কেননা সালাতে দাঁড়ানো হচ্ছে একটি রুকন।

¹⁰² যদি না সেটা অর্থগত পরিবর্তন করে ফেলে।

¹⁰³ বোবা অর্থাৎ যে কথা বলতে পারে না এবং ফলস্বরূপ তिलाওয়াতও করতে পারবে না। এরকম কেউ ইমামতি করতে পারবে না, এমনকি তাঁর পেছনে বোবারা সালাত আদায় করলেও।

¹⁰⁴ তাঁরা যদি কোন বিদআতের কারণেও ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, তাহলেও এই নিয়ম বর্তাবে। তবে বিদআতের শ্রেণিবিভাগ আছে, সকল বিদআত এমন ধরনের নয়।

¹⁰⁵ যেমন, এমন মানুষ যারা নাজাসাহ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারে না (পূর্বশর্ত)। অথবা দাঁড়াতে পারে না (রুকন)।

¹⁰⁶ অর্থাৎ তাদের পেছনে যারা সালাত আদায় করবে, সবাই অনুরূপ সমস্যায়ুক্ত হলে।

¹⁰⁷ যেমন, কোন অসুস্থতার কারণে সে যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারে, এবং আশা করা হয় যে এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। এরূপ অবস্থায় তাঁর ইমামতি জায়েজ। ইমাম যদি বসে সালাত শুরু করে, তাহলে মুক্তাদিগণও বসে সালাত আদায় করবে। তবে ইমাম যদি দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করে এবং পরে সমস্যার কারণে বসে সালাত আদায় করা শুরু করে, তাহলে মুক্তাদিগণ পুরো সালাতই দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে।

¹⁰⁸ যেসকল মানুষের নারী ও পুরুষ উভয়-লিঙ্গই বিদ্যমান এবং তাদের লিঙ্গ নির্ণয় করা হয়নি।

¹⁰⁹ নারী এমন উভলিঙ্গের ইমামতি করতে পারবে না কেননা সেই উভলিঙ্গ কোন পুরুষ হতে পারে। অনুরূপভাবে উভলিঙ্গ পুরুষের ইমামতি করতে পারবে না, কেননা সে সেই উভলিঙ্গ নারী হতে পারে। আর নারীর জন্যে পুরুষের ইমামতি করা হারাম হবার ব্যাপারে ইজমা আছে।

¹¹⁰ অর্থাৎ নফল সালাতে জায়েজ।

এদের জন্যে কোন ইমামতি নেই-যারা হাদাসগ্রন্থ কিংবা নাজাসাহ দ্বারা অপবিত্র¹¹¹, এবং মূর্থ¹¹², যদি না সেটা একই ধরনের মানুষের জন্যে হয় [একই ধরনের মানুষের ইমামতি করে]¹¹³।

¹¹¹ যদি সে জানে তাঁর এরূপ অবস্থা সম্পর্কে, তাহলে তাঁর ইমামতিও বাতিল, তাঁর পেছনে সালাতও বাতিল। তবে যদি ইমাম না জানে, মুক্তাদিগণও না জানে সালাত শেষ করা পর্যন্ত, তাহলে মুক্তাদিগণের সালাত হয়ে যাবে কিন্তু ইমামের সালাত হবে না।

¹¹² যে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে পারে না। অর্থাৎ যে সঠিকভাবে পড়তে পারে না, অথবা মুখস্থ করতে পারে না। এমনভাবে বর্ণ যুক্ত করে ফেলে, যেটা সেভাবে করতে হয় না; যেমনঃ ‘আলহামদু লিল্লাহির রব্বিল...’ এখানে যদি সে ‘আলহামদু লিল্লাতির রব্বিল...’ পড়ে ফেলে। অথবা সে ব্যকরণগত বা উচ্চারণগত ভুল করে যা অর্থ পরিবর্তন করে ফেলে, যেমন, ইহদিনাস সিরাত... এর জায়গায় আহদিনাস সিরাত... পড়ে ফেলে। এতে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এছাড়া ইয়্যাকা এর জায়গায় ইয়্যাকি পড়লে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়ে যাবে। আন’আমতা এর স্থানে আন’আমতু পড়া। অথবা এক হরফের স্থানে আরেক হরফ পড়ে ফেললে, ব্যতিক্রম হচ্ছে দল্লিন এর স্থানে যল্লিন পড়া।

¹¹³ তাঁর পেছনে মুক্তাদিগণেরও এই একই সমস্যাগুলো থাকলে তাঁর ইমামতি গ্রহণযোগ্য হবে।

জামা'আতের সামনে দাঁড়ানো [ইমামের জন্যে] সুন্নাহ। সালাত বাতিল হবে যদি তা ইমামের সামনে আদায় করা হয়; পায়ের পাতার পেছনের উপর ভিত্তি করে¹¹⁴ - এমনকি ইহরামের ক্ষেত্রেও। [মুজ্জাদি] একজন ব্যক্তি [পুরুষ] বা উভলিঙ্গ [হলে] ইমামের ডানপাশে দাঁড়ানো ওয়াজিব, যা কোন নারীর জন্যে জায়েজ যদিও তাঁর পেছনে দাঁড়ানোই মুস্তাহাব¹¹⁵। সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না যদি কেউ [পুরুষ বা উভলিঙ্গ] ইমামের বামে সালাত আদায় করে যখন বাম-পাশ খালি, অথবা যদি একাকী আদায় করে [আলাদা সারিতে], [এরূপ অবস্থায়] অন্তত এক রাকাআত [আদায় করলে]¹¹⁶।

যদি তারা উভয়ে [ইমাম ও মুজ্জাদি] মসজিদের ভেতর [আদায় করে], তাহলে ইমামের নড়াচড়া জানা থাকলে তাকে অনুসরণ করা গ্রহণযোগ্য¹¹⁷। যদি তারা মসজিদের ভেতরে একত্রিত না হয় [অর্থাৎ সালাত আদায় না করে], তাহলে নিয়ম হচ্ছে ইমাম কিংবা তাঁর পেছনের ব্যক্তিদের দেখা যেতে হবে- সেটা কেবল সালাতের আংশিক সময় হলেও।

ইমামের জন্যে মুজ্জাদি হতে একহাত পরিমাণ কিংবা তার অধিক উঁচু হওয়া মাকরুহ, তবে উলটোটা নয়¹¹⁸। পেঁয়াজ, মুলা ইত্যাদি খেয়ে মসজিদে অথবা কোন জামাআতে অংশগ্রহণ করা মাকরুহ, যতক্ষণ না গন্ধ প্রশমিত হয়।

¹¹⁴ অর্থাৎ মুজ্জাদি যদি ইমামের সামনে সালাতের সামান্য অংশও থাকে তাহলে তাঁর সালাত বাতিল হয়ে যাবে। পায়ের পাতার উপর ভিত্তি করে বলতে দাঁড়ানো অবস্থায় যার পায়ের পাতার পেছনের অংশ ইমামের পায়ের পাতের পেছনের সামনে থাকবে, সেটা ইমামের সামনে বলে গণ্য হবে।

¹¹⁵ যদি কোন নারী শুধু অন্যান্য নারীদের ইমামতি করে, তাহলে নারী পাশে দাঁড়াতে পারে। যদি সবাই কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে বস্ত্রছাড়া সালাত আদায় করে, তাহলে সবার একই লাইনে দাঁড়ানো উত্তম যাতে কেউ কাউকে না দেখে সামনে, তবে ঘর অন্ধকার হলে ভিন্নকথা।

¹¹⁶ ইমামের সাথে একা সালাত আদায় করলে ডানপাশে আদায় করবে। ডানপাশ খালি রেখে বামপাশে আদায় করলে সালাত হবে না। অনুরূপ একাকী এক সারিতে এক রাকাআত পুরো আদায় করে ফেললে সালাত হবে না। কেউ যদি সালাত সাথে আরেকজনসহ এক সারিতে সালাতে দাঁড়ায় এবং তাঁর সাথে অযু ভেঙ্গে সালাতের মধ্যবর্তী স্থানে চলে যায়, তাহলে সে সামনের সারিতে বা ইমামের পাশে যাবে।

¹¹⁷ অর্থাৎ মসজিদের ভেতরে যেকোনো জায়গায় যদি মুজ্জাদিগণ কাতার করে, তাতে ইমাম কিংবা ইমামের পেছনের মানুষদের দেখা যাক বা না যাক, যদি তাঁরা ইমামের নড়াচড়া বুঝতে পারে [শব্দ দ্বারা বা অন্যভাবে], তাহলে তাদের সালাত হয়ে যাবে।

¹¹⁸ অর্থাৎ ইমামের উপরে মুজ্জাদিগণ থাকতে পারে, যেমন এখনকার দিনে দোতারা, তিন-তালায় থাকে। ইমাম উচুতে দাঁড়ানো মাকরুহ হবার পেছনে একটি প্রজ্ঞা হচ্ছে যে এতে ইমামকে মুজ্জাদিগণ না দেখতে পারতে পারে।

জামা'আত থেকে ওজরপ্রাপ্ত

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে [পুরুষগণ] জামা'আতে সালাত আদায় [এর ফরয] থেকে ওজরপ্রাপ্তঃ

- ১। অসুস্থ অথবা অসুস্থ হবার ব্যাপারে ভয় করা¹¹⁹ [মসজিদে না-থাকাকালীন অবস্থায়],
- ২। মল বা মুত্র আটকিয়ে রাখা অবস্থায়¹²⁰,
- ৩। ক্ষুদার্ত অবস্থায় খাবার পরিবেশন করা হলে¹²¹,
- ৪। হারিয়ে যাওয়া কাউকে খুঁজে বেড়ানোর সময়¹²²,
- ৫। যে তাঁর সম্পদ অথবা অর্জিত সম্পদ/কামাই হারানো কিংবা ধংসের ভয় করে¹²³,
- ৬। কোন আত্মীয় বা কাছের বন্ধুর মৃত্যুর আশঙ্কা করলে¹²⁴
- ৭। কর্তৃপক্ষ বা বৃষ্টির থেকে ক্ষতির আশঙ্কা করলে
- ৮। অসামর্থ্যবান অবস্থায় ঋণ পায় এমন নাছোড়বান্দা কারও থেকে ক্ষতির ভয় করলে¹²⁵
- ৯। অথবা ভ্রমণকারী দল হারিয়ে যাবার [থেকে ক্ষতির] ভয় করলে¹²⁶, ইত্যাদি।

Translated & Compiled by F. Khan

¹¹⁹ অসুস্থ হওয়া বলতে এমন যে, সে যদি জামা'আতে অংশগ্রহণ করে তাহলে তাঁর রোগ আরও খারাপ অবস্থায় যাবার আশঙ্কা থাকবে, অথবা কষ্ট আরও বেড়ে যাওয়া বা নিরাময়ে দেরি হবার আশঙ্কা থাকবে।

¹²⁰ কেননা এরূপ অবস্থা খুশু-খুজু অর্জনে প্রতিবন্ধক।

¹²¹ পেট ভরা হওয়া পর্যন্ত খাওয়া জায়েজ্। তবে এই ওজর গ্রহণযোগ্য হতে হলে খাবার উপস্থিত থাকতে হবে, এমন না যে, খাবার তৈরি হচ্ছে বা অর্ডার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু উপস্থিত হয়নি।

¹²² হারিয়ে যাওয়া মানুষ বা প্রাণী যে কোন এলাকায় আছে সে ব্যাপারে ধারণা আছে এবং যদি তাকে খুঁজতে না যাওয়া হয়, তাকে আর খুঁজে না পাওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা থাকে।

¹²³ অর্থাৎ হতে পারে কারও কোন গৃহপালিত পশু যাকে দেখাশোনার কেউ নাই এবং যদি সে জামা'আতে যায়, সেই পশু হারানোর ভয় আছে, অথবা কোন রান্না চুলায় আছে যেটি দেখার কেউ নাই এবং জামা'আতে গেলে সেটি পুড়ে যাবার আশঙ্কা আছে। চাকরি-বাকরি বা ব্যবসায়িক কোন কাজের ক্ষেত্রে কাউকে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে জামা'আতে বিঘ্ন না ঘটে, যদি একেবারে সম্ভব না হয়, তাহলে জায়েজ ইনশা আল্লাহ্।

¹²⁴ অর্থাৎ এমন আত্মীয় বা বন্ধু যার সেবায় কেউ নিয়োজিত, এবং তাকে দেখার আর কেউ নাই, যদি সে জামা'আতে যায়, তাহলে সেই মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা আছে।

¹²⁵ অর্থাৎ কারও কাছে আরেকজন ঋণের টাকা ফেরত পায়, কিন্তু সে ব্যক্তির সামর্থ্য নাই এবং সে নাছোড় ঋণদাতা হতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা করে।

¹²⁶ বর্তমান দিনে এর অনুরূপ ব্যাপার হতে পারে- কেউ জামা'আতে যাবার ফলে প্লেনের ফ্লাইট বা বাস মিস করা, ফলে তাঁর টিকেট কাজে আসবে না ইত্যাদি।